গাংনীর এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র সচিবকে শোকজ

নির্ধারিত সময়ের পরেও পরীক্ষা চলমান রাখায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর পরীক্ষা কেন্দ্র সচিব শিক্ষক মিজানুর রহমানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক ওয়াজ্জেল হোসেন ও বাশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা দিলারা রহমানকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সোমবার দুপুরে তাদের বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মীর হাবিবুল বাশার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, এস এস সি পরীক্ষার প্রথম দিন রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা শেষ হলেও ২০৪ নং কক্ষে অতিরিক্ত ৫ থেকে ১০ মিনিট পরীক্ষা চলমান রাখে।

বিষয়টি সিসি ক্যামেরায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের নজরে আসে। পরে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি অতিরিক্ত সময়ে পরীক্ষা চলমান রাখার প্রমাণ পান এবং এর কারণ দর্শানোর জন্য একটি নোটিশ ঐ কেন্দ্র সচিব ও প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমানকে দেওয়া হয়। অপরদিকে দ্বায়িত্বে অবহেলার কারণে অপর দুজন শিক্ষককে অব্যহতি দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কেন্দ্র সচিব ও রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান সত্যতা স্বীকার করে বলেন, দ্বায়িত্বে অবহেলা কেন হলো এর জন্য ৩ দিনের মধ্যে কারণ দশানোর জন্য একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং দুইজন শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরও রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০৪ নং কক্ষে অতিরিক্ত সময় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা চলছিল। এ বিষয়টি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে আমার নজরে আসে। পরে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মেপ্র/আরপি

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসারের জাপান সফর

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ফল ও সবজি উৎপাদনের বিষয়ে ৭ দিনের শিক্ষা সফরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ কে এম শাহাবুদ্দিন জাপান গমন করবেন।

আগামী শুক্রবার (০৬-০২-২০২০) ইং তারিখ রাত্রে জাপানের উদ্দেশ্যে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে রওনা দেবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।
বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল থেকে তিনজন কৃষি কর্মকর্তা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ফল ও সবজি উৎপাদন এবং প্রসেসিং বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে জাপান গমন করবেন।

এ বিষয়ে কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ কে এম শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ সোমবার দুপুরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় জাপান সফরের বিষয়টি অবগত করেন।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে চোর আটক, পুলিশে

সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি চারচারা বাজারের একটি কীটনাশকের দোকানে চুরি করতে গিয়ে ইনারুল ইসলাম নামের একজনকে হাতেনাতে আটক করেছে স্থানীয় জনতা।

জনতার হাতে আটক ইনারুল ইসলাম (৩৮) গাংনীর মালশাদাহ গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে। চুরির ঘটনায় জনতার হাতে আটক হওয়া ইনারুলকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। সোমবার বিকাল ৫ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ জানায়, সাহারবাটি বাজারে সততা ট্রেডার্স নামের একটি কীটনাশকের দোকান মালিক কাবিদুল ইসলাম দোকান খুলে রেখে আসরের নামাজ আদায় করতে মসজিদে যান। এসময় ইনারুল দোকান খোলা পেয়ে দোকানে প্রবেশ করে কীটনাশকের বোতল চুরি করে তার ব্যাগে ভর্তি করতে থাকে।

এসময় একজন পথযাত্রী বিষয়টি টের পেয়ে তাকে ধরে ফেলে। পরে দোকান মালিক কাবিদুল দোকানে এসে ইনারুলের ব্যাগ থেকে কীটনাশকের বোতলগুলি সনাক্ত করে।

স্থানীয় উৎসুক জনতা জড়ো হলে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে গাংনী থানার এসআই আব্দুল হক তাকে উদ্ধার করে গাংনী থানায় নিয়ে যান। তার ব্যাগ তল্লাশী করে ১১ টি কীটনাশকের বোতল, একটি হাতুড়ি ও একগোছা চাবি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় দোকানদাররা বলেন, মাঝে মাঝে ইনারুলকে সাহারবাটি বাজারে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত। সে নিজেকে একটি কোম্পানীর সেল্স ম্যান হিসেবে পরিচয় দিতেন। কোম্পানীর লোক পরিচয়ে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে বসে থাকতেন ইনারুল।

এর আগেও উক্ত বাজারের বিভিন্ন কীটনাশক ও সার বীজের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। সে সকল চুরির সাথেও ইনারুল জড়িত বলে দাবী ব্যাবসায়ীদের।

ইনারুল দীর্ঘদিন যাবৎ গাংনীর মেহেদী বীজ ভান্ডারের সেল্স ম্যান হিসেবে কাজ করতেন। পরে গাংনী হাসপাতাল বাজারে একটি কীটনাশক ও বীজের দোকন দেয়। নিজের ব্যাবসায় দেউলিয়া হয়ে ইনারুল চুরিসহ বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

অনেক ব্যাবসায়ী।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে সিসি ক্যামেরায় এসএসসি পরীক্ষা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় এবার সিসি ক্যামেরায় আওতায় হচ্ছে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা। আজ সোমবার থেকে শুরু হওয়া এ পরীক্ষায় এসএসসি, ভকেশনাল ও দাখিল মোট ১৩টি কেন্দ্র এসএসসি, ভকেশনাল ও দাখিল পরীক্ষার্থী রয়েছে ৪৭৭৫ জন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান পরীক্ষা প্রথম দিনে উপজেলার বেশ কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি বলেন, নকলমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত ও প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাবে এই সিসি ক্যামেরা।

গাংনীতে মেসডা’র শুভেচ্ছা বিনিময় ও ক্যালেন্ডার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারি রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন(মেসডা) এর সদস্যবৃন্দরা।

রবিবার সারাদিন মেসডা এর সদস্যরা সৌজন্য সাক্ষাত করে উক্ত ছাত্রসংগঠনের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের চিত্র তুলে ধরেন এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্যালেন্ডার বিতরণ করেন।

মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের(মেসডা) মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠান স্কুল প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যারিয়ার সচেতন বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে।

প্রথমে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের সাথে সাক্ষাত শেষে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। একই সাথে উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিনের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

মেসডা সংগঠনটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এপর্যন্ত সুনামের সাথে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় গাংনী উেপেজলায় নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় ও ক্যালেন্ডার বিতরণ করেন।

মেপ্র/ইএম

৪৩ হাজার পরীক্ষার্থীর উপর নজর রাখবে ১৪৭টি সিসি ক্যামেরা

প্রথমবারের মতো মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উপর শিক্ষকদের পাশা পাশি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজর রাখা হবে।

পরীক্ষা শতভাগ সুষ্ঠ নকলমুক্ত করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

তিনি জানান, উপজেলার মোট ১৩টি কেন্দ্র এর মধ্যে ৯টি মূল কেন্দ্র ও ৪টি উপকেন্দ্র রয়েছে। সবগুলো কেন্দ্র মোট পরীক্ষার্থী ৪২ হাজার ৭শ’৩৫জনের উপর ১শ’৪৭টি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজর রাখা হবে।

নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, আমার অফিস কক্ষের পাশেই একটি কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে যেখানে ১৩জন আইটি এক্সপার্ট সার্বক্ষনিক থাকবেন। তাছাড়া আমার মোবাইল দিয়েও কেন্দ্রগুলো পর্যবেক্ষন করব।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন খরচের বিষয়টি এই মুহুর্তে বলা সম্ভব হচ্ছেনা কারণ কোটেশনের মাধ্যমে তিনজনকে দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা এখনও বিলটি সাবমিট করেনি। পরবর্তি সময়ে বলা যাবে।

পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে যাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা না ঘটলে অফিস থেকেই পরিদর্শন করা সম্ভভ হবে।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংঘর্ষে আহত-২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এতে ঐ গ্রামের আঃ জব্বার ও আবদুস সালাম মারাত্মক আহত হয় বলে অভিযোগ করেছে আঃ জব্বারের স্ত্রী মোছাঃ শাহিদা খাতুন।

এ বিষয়ে শনিবার গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মোছাঃ শাহিদা খাতুন।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার (২৯-০১-২০২০ ইং) দুপুর আড়াইটার দিকে জব্বার ও সালাম বেগুনের ক্ষেতে বেগুন তুলতে গেলে ঐ গ্রামের মৃত সুন্নত আলির ছেলে মোঃ হাফিজুর রহমান, মোঃ আখের আলী, মোঃ ইয়াদ আলী, মোঃ হাফিজুর রহমানের ছেলে কনক আলী, মৃত শরিয়ত বিশ্বাসের ছেলে মোহাম্মদ আলী মৃত হৈফত বিশ্বাসের ছেলে ছহিরুদ্দিন বিশ্বাস মিলে বেগুনের ক্ষেতে যাওয়ার পথে গতি রোধ করে অভিযোগকারি শাহিদু খাতুনের স্বামী আঃ জব্বার ও দেবর আব্দুস সালামের উপর অতর্কিত হামলা করে। এতে তারা মাথা, ঘাড়ে শরীরে বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক আঘাত পায়।

পরে স্থানীয় ও পরিবারের লোকজন আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত ডাক্তার ভর্তির পরামর্শ দেন।

জানতে চাইলে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, মারামারির ঘটনায় উভয় পক্ষের লোকজন থানায় অভিযোগ দিয়েছে। এক পক্ষের মামলা হয়েছে তবে আরেকটি পক্ষ যাদের নামে অভিযোগ দিয়েছে তাদের উপস্থিতি না পাওয়াই মামলা নেওয়া হয়নি তবে প্রকৃত যারা জড়িত তাদের নামে অভিযোগ দিলে মামলা নেওয়া হবে।

গাংনী থেকে বোমা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার উত্তর ভরাট গ্রামের ওয়াক্তিয়া মক্তবের পাশ থেকে একটি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বোমাটি উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হান্নান বলেন, ওই গ্রামের মক্তবের পাশে লাল স্কটেপে পেঁচানো একটি বোমা দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন। পরে ঘটনাস্থল থেকে ককটেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে তদন্ত শুরু করা হবে।

মেপ্র/ ইএম

গাংনীতে জমি বিক্রয়ের নামে প্রতারণা করে ২১ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার পায়তারা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের এক ব্যাবসায়ী প্রতারণার শিকার হয়ে পথে বসে গেছে বলে জানা গেছে।

প্রতারণার শিকার ভুক্তভোগি ব্যবসায়ী গাংনী বাজারের জননী জহুরা এন্টারপ্রাইজের মালিক মৃত শের আলি মন্ডলের ছেলে মো: আবুল কালাম জানান, গাংনী পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড এর পশ্চিম মালসাদহ এলাকার মৃত ইয়াছিন আলীর ছেলে মো: এনামুল হক চৌগাছা মৌজার ৮৫৯৬ দাগে ৩৯ শতক জমির মধ্যে ৩০ শতক জমি ৩৩লক্ষ টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ২১লক্ষ টাকায় বায়না করে।

গত ২০১৭ সালের জুলাই মাসের ১৭ তারিখে অ্যাডভকেট নাজমুন নাহার খানমের নিকট জমি ক্রয় সংক্রান্ত একটি বায়না নামা সম্পাদন করা হয় বলে জানান ভুক্তভোগি মো: আবুল কালাম।

বায়না নামার মাধ্যমে ৩০ শতক জমি ক্রয় বাবদ নগদ ২১ লক্ষ টাকা মো: এনামুল হক ঠান্ডুকে পরিশোধ করে পরবর্তি ২ বছরের মধ্যে বাকি ১২ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে জমির মালিকানা রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে মো: আবুল কালামকে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও বিক্রেতা মো: এনামুল হক ঐ জমি অন্যত্র বিক্রয় করে দেয় বলে জানান ভুক্তভোগি আবুল কালাম।

পরে বাকি টাকা পরিশোধ করে জমি রেজিষ্ট্রি চাইলে বিক্রেতা ঠান্ডু ভুক্তভোগি আবুল কালামকে বিভিন্ন অজুহাতে হয়রানি দিতে থাকে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এক পর্যায়ে জমির উপর সাইনবোর্ড লাগিয়ে রাখেন ভুক্তভোগি আবুল কালাম। কিছু দিন পর সেই সাইনবোর্ড তুলে ফেলেন বিক্রেতা এনামুল হক।

এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে জমি বায়নাকারি এনামুল হক নানানভাবে হয়রানি দিয়ে থাকে বলে জানান আবুল কালাম ।

এ বিষয়ে কয়েক দফা বিভিন্ন মহলকে নিয়ে বসেও সুরাহা না হওয়ায় পরবির্ততে ভুক্তভোগি আবুল কালাম মেহেরপুর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে সে মামলা চলমান রয়েছে বলে তিনি জানান।

ভুক্তভোগি আবুল কালাম জানান, বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা নিয়ে তার জমি ক্রয় করার জন্য বায়না দিয়ে এখন সে জমিও ভোগ করতে পারছিনা আবার মোটা অংকের টাকা হাতছাড়া করে ব্যবসারও চরম ক্ষতি হয়ে গেছে। টাকা হাতছাড়া হওয়ার কারণে ব্যবসা চালাতে গিয়ে নিজেস্ব ট্রাক ও কয়েকটি সম্পত্তি বিক্রয় করে এখন পথে বসে গেছেন বলে জানান তিনি।

এদিকে জানতে চাওয়া হলে বায়নাকারি এনামুল হক ঠান্ডু বলেন, আমি তার কাছে কোন জমি বিক্রয়ের জন্য টাকা নেয়নি। এনামুল হক আরও বলেন

আবুল কালাম আমার জমির উপর কয়েকবার সাইনবোর্ড লাগিয়ে জমি নিজের দাবি করে সেজন্য তার সেই সাইনবোর্ড তুলে ফেলে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগি আবুল কালাম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গাংনীতে ভূমিদস্যুরা জবর দখলে রেখেছে ভুক্তভোগির জমি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধর্মচাকি গ্রামের ভূমিদস্যুরা হাইকোর্টের রায়কে অগ্রাহ্য করে জোরপূর্বক ফসলি জমি দখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগি ঐ গ্রামের মৃত ফাকের আলির ছেলে শামসুল হুদা।

ভুক্তভোগি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শামসুলহুদা জানান, পাকিস্তান আমলে ১৯৬০-৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দেবিপুর গ্রামের মৃত রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে মো: রিকাব উদ্দিন কেসি এস খতিয়ানের ১৩-১৫/এস এ ৩৯০৩/১ (বাটা) দাগে মোট ৫ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়।

পরে ১৯৬২ সালে মো: রিকাব উদ্দিন ধর্মচাকি গ্রামের মৃত ওহিরুদ্দিনের চার ছেলে ফাকের আলি, শকের আলি, আব্দুর সাত্তার ও সিরাজুল ইসলাম এর নিকট ১ একর ৬৬ শতক এবং ভোমরদহ গ্রামের নজির হোসেনের ও মফেজ উদ্দিনের নিকট ১ একর ৯৮ শতক জমি বিক্রয় করে।

বাকি ১ একর ৩২ শতক জমি ধর্মচাকি গ্রামের মৃত তছিম উদ্দিন এর ছেলে মহশিন দিং ও মৃত রজব আলির ছেলে আব্দুর করিম দিং এর নিকট বিক্রয় করে। পরবর্তিতে ঐ জমি ৭৮ সালে ৪৫ নং হিজলবাড়িয়া মৌজার অন্তর্ভুক্ত হয়ে নয়টি দাগে শামসুল হুদাসহ আরও তিন জন ভোগ দখল করে আসে। শামসুলহুদা ও রবিউল ইসলাম ভোগ দখল করেন ৫১৪০ দাগে ১ একর ১৮ শতক, গোলাম মোস্তফা ভোগ করেন ৫১৪৯ দাগে ৫৩ শতক, ৫১৪৭ দাগে গোলাম মর্তুজা ও আবুল হাসান ৮০ শতক ভোগ করেন। গোলাম মোস্তফা, রবিউল ইসলাম ও আবুল হাসান ৫১০৭, ৫১০৮, ৫১২৮ ও ৫১৩৫ দাগে ৪৫ শতক ভোগ দখল করেন।

১৯৬২ সালে নজির হোসেন ও মফেজ উদ্দিনের নিকট থেকে ১ একর ৯৮ শতক জমি বিক্রয় কবলামুলে শাকের আলিগন ক্রয় করেন বলে জানান ভুক্তভোগি মো: শামসুল হুদা। পরবর্তিতে আমাদের ১ একর ৬৬ ও ক্রয়কৃত ১ একর ৯৮ শতক জমি ভোগ দখলকারি এবং ঐ জমিতে শ্যালো টিউবওয়েল স্থাপন করেন বলে তিনি জানান।

১৯৮৮ সালে ঐ গ্রামের মৃত আছালতের ছেলে লতিব ও মৃত ইয়াছিনের ছেলে শুকুর আলি জমি নিজেদের বলে দাবি করে। এখবর পেয়ে ভুক্তভোগি শামসুলহুদা ১৯৮৯ সালে কোর্টে মামলা করে এবং ১৯৯১ সালের অক্টোবরের ২৮ তারিখে নিজেদের ক্রয়কৃত জমি বলে রায় পান। পরে ১৯৯২ সালে মেহেরপুর জজ কোর্টে প্রতিপক্ষরা শামসুল হুদার পক্ষে যে রায় হয় তার বিরুদ্ধে আপিল করে পরাজিত হলে ১৯৯৫ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আবারও আপিল করলে তারা হেরে যায়। প্রতপিক্ষরা আপিল মামলায় পরাজিত হলে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ভোগ দখল করে আসছিলেন বলে জানান ভুক্তভোগি শামসুল হুদ।

ভুক্তভোগি শামসুলহুদা আরও জানান, ২০১৫ সালে শুরুর দিকে ধর্মচাকি গ্রামের আব্দুর লতিবের ছেলে লিটন গাংনী উপজেলার তৎকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো: দেলোয়ার হোসেনকে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের জমির উপরে নিয়ে যায় এবং কংক্রিটের পিলার পত্তন দেয়। হাইকোর্টের রায় এর বিষয়টি ভুমিকর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেনকে অবহিত করলে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে অফিসে আসতে বলেন বলে সাংবাদিকদের জানান শামসুল হুদা। এ ঘটনার পরের দিন যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে তার কাছে বিচার চাইতে গেলে তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে যান।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেলোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমার কাছে অভিযোগ আসে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যাক্তিরা সরকারি খাস জমি ভোগ দখল করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঐ জমি মুক্ত করতে সেখানে পরিদর্শনে যায়। তাছাড়া কোন পক্ষকে জমি দখলদালিত্ব দেওযা হয়নি।

তিনি এও বলেন, কারও ব্যাক্তি মালিকানা জমি যদি অন্য কেউ জোরপূর্বক দখল করে তাহলে প্রশাসনের সহায়তা নিতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন তো এ বিষয়ে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারেন।

ভুক্তভোগি শামসুল হুদা জানান, বিক্রয় কবলার মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমি দীর্ঘ দিনধরে ভোগ দখল করে আসছি। সেখানে ধর্মচাকি গ্রামের ভ্যান

চালক লতিবের ছেলে লিটনের নেতৃত্বে একই গ্রামের মৃত ইয়ার আলির ছেলে মহাবুর, মনিরুল, আব্দুর রহমানের ছেলে দাউদ, আইয়ুব, ইউনুছ, মৃত মজের আলির ছেলে হুমায়, মৃত নজরুলের ছেলে সাইফুল, মৃত নূর হোসেনের ছেলে আব্দুর কাদের, মৃত মোজাহারের ছেলে আরেজুল, মৃত ইয়াছিনের ছেলে শুকুর আলি, মৃত পিয়ার আলির ছেলে ফজলু এই ভূমিদস্যু চক্র মিলে আমাদের জমির ফসল নষ্ট করে তা দখল করে জোর করে ভোগ করে আসছে। এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে তারা প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে জানান ভুক্তভোগি শামসুল হুদা। তিনি এর সুষ্ঠ বিচার চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করেছেন।

জানতে চাইলে লতিবের ছেলে লিটন মাহমুদ বলেন, ঐ জমি খাস খতিয়ান ভুক্ত জমি তা শামসুল হুদা গং ভোগ করে আসছিল। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানালে তৎকালিন সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেলোয়ার হোসেন আমাদের নিকট ঐ জমির দখল বুঝিয়ে দেয় বলে সাংবাদিকদের জানান লিটন মাহমুদ।

মেপ্র/ইএম